ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ

এই ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে অনু, দ্রুহ্য, তুর্বসু এবং যদুর বংশ বিবরণ এবং জ্যামঘের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু নামক তিন পুত্র ছিল। এই তিন পুত্রের মধ্যে সভানর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কালনর, সৃঞ্জয়, জনমেজয়, মহাশাল এবং মহামনা উৎপন্ন হন। মহামনার পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ নামক চার পুত্র। শিবির বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র এবং কেকয়, এই চার পুত্র। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন। বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্রের জন্ম হয়। তাঁরা সকলেই রাজা হয়েছিলেন।

অঙ্গ থেকে খলপানের জন্ম হয়। খলপান থেকে দিবিরথ, ধর্মরথ, চিত্ররথ যাঁর আর এক নাম রোমপাদ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন। মহারাজ দশরথ তাঁর সখা রোমপাদকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেছিলেন, কারণ রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন। রোমপাদ শান্তাকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঋষ্যশৃঙ্গমুনি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় রোমপাদের চতুরঙ্গ নামে এক সন্তান হয়। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা এবং বৃহদ্ভানু নামক তিন পুত্র হয়। বৃহদ্রথ থেকে বৃহদ্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। বৃহদ্মনা থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জয়দ্রথ, বিজয়, ধৃতি, ধৃতব্রত, সৎকর্মা এবং অধিরথের জন্ম হয়। অধিরথ কুন্তীর পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন।

যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য থেকে বভ্রু, এবং বভ্রু থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সেতু, আরব্ধ, গান্ধার, ধর্ম, ধৃত, দুর্মদ এবং প্রচেতার জন্ম হয়।

যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু থেকে বহ্নির জন্ম হয়, এবং বহ্নি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভর্গ, ভানুমান্, ত্রিভানু, করন্ধম এবং মরুতের জন্ম হয়। নিঃসন্তান

মরুত পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হয়ে পুনরায় পুরুবংশ অঙ্গীকার করেন।

যদুর চার সন্তানের মধ্যে সহস্রজিৎ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, এবং শতজিতের তিন পুত্রের মধ্যে হৈহয় অন্যতম। হৈহয় থেকে বংশানুক্রমে ধর্ম, নেত্র, কুন্তি, সোহঞ্জি, মহিষ্মান্, ভদ্রসেনক, ধনক, কৃতবীর্য, অর্জুন, জয়ধ্বজ, তালজঙ্ঘ এবং বীতিহোত্র উৎপন্ন হন।

বীতিহোত্রের পুত্র মধু এবং মধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষ্ণি। যদু, মধু এবং বৃষ্ণির বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণি নামে অভিহিত হয়। যদুর আর এক পুত্র ক্রোষ্টা, এবং তাঁর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বৃজিনবান্, স্বাহিত, বিশদ্গু, চিত্ররথ, শশবিন্দু, পৃথুশ্রবা, ধর্ম, উশনা এবং রুচকের জন্ম হয়। রুচকের পঞ্চপুত্রের অন্যতম জ্যামঘ। জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু দেবতাদের কৃপায় তাঁর বন্ধ্যা পত্নী শৈব্যার গর্ভে বিদর্ভ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অনোঃ**—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর; **সভানরঃ**—সভানর; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **পরেক্ষুঃ**—পরেক্ষু; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তিন; **সুতাঃ**—পুত্র; **সভানরাৎ**—সভানর থেকে; **কালনরঃ**—কালনর; **সৃঞ্জয়ঃ**—সৃঞ্জয়; **তৎ-সুতঃ**—কালনরের পুত্র; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু নামক তিন পুত্র ছিল। হে রাজন্! সভানর থেকে কালনর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়।

শ্লোক ২

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশালো মহামনাঃ ।
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ ॥ ২ ॥

জনমেজয়ঃ—জনমেজয়; **তস্য**—তাঁর (জনমেজয়ের); **পুত্রঃ**—পুত্র; **মহাশালঃ**—মহাশাল; **মহামনাঃ**—(মহাশালের) মহামনা নামক পুত্র; **উশীনরঃ**—উশীনর; **তিতিক্ষুঃ**—তিতিক্ষু; **চ**—এবং; **মহামনসঃ**—মহামনা থেকে; **আত্মজৌ**—দুই পুত্র।

অনুবাদ

সৃঞ্জয় থেকে জনমেজয় নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, মহাশালের পুত্র মহামনা এবং মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ৩-৪

শিবির্বরঃ কৃমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ ।
বৃষাদর্ভঃ সুধীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥ ৩ ॥
শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুশদ্রথঃ ।
ততো হোমোঽথ সুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

শিবিঃ—শিবি; **বরঃ**—বর; **কৃমিঃ**—কৃমি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **চত্বারঃ**—চার; **উশীনর-আত্মজাঃ**—উশীনরের পুত্রগণ; **বৃষাদর্ভঃ**—বৃষাদর্ভ; **সুধীরঃ চ**—এবং সুধীর; **মদ্রঃ**—মদ্র; **কেকয়ঃ**—কেকয়; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **শিবেঃ**—শিবির; **চত্বারঃ**—চার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আসন্**—ছিল; **তিতিক্ষোঃ**—তিতিক্ষুর; **চ**—ও; **রুষদ্রথঃ**—রুষদ্রথ নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (রুষদ্রথ) থেকে; **হোমঃ**—হোম; **অথ**—তাঁর (হোম) থেকে; **সুতপাঃ**—সুতপা; **বলিঃ**—বলি; **সুতপসঃ**—সুতপার; **অভবৎ**—ছিল।

অনুবাদ

উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ—এই চার পুত্র। শিবির চার পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র এবং আত্ম-তত্ত্ববিৎ কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

অঙ্গ—অঙ্গ; **বঙ্গ**—বঙ্গ; **কলিঙ্গ**—কলিঙ্গ; **আদ্যাঃ**—প্রমুখ; **সুহ্ম**—সুহ্ম; **পুণ্ড্র**—পুণ্ড্র; **ওড্র**—ওড্র; **সংজ্ঞিতাঃ**—অভিহিত; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দীর্ঘতমসঃ**—দীর্ঘতমার ঔরসে; **বলেঃ**—বলির; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **মহীক্ষিতঃ**—পৃথিবীপতি।

অনুবাদ

মহীপতি বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং ওড্র নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৬

চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে ।
খলপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্ দিবিরথস্ততঃ ॥ ৬ ॥

চক্রুঃ—তাঁরা স্থাপন করেছিলেন; **স্ব-নাম্না**—তাঁদের নাম অনুসারে; **বিষয়ান্**—বিভিন্ন রাজ্য; **ষট্**—ছয়; **ইমান্**—এই সমস্ত; **প্রাচ্যকান্ চ**—(ভারতবর্ষের) পূর্বদিকে; **তে**—তাঁরা (ছয়জন রাজা); **খলপানঃ**—খলপান; **অঙ্গতঃ**—রাজা অঙ্গ থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্মাৎ**—তাঁর (খলপান) থেকে; **দিবিরথঃ**—দিবিরথ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

অঙ্গ আদি এই ছয় পুত্র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে ছ'টি রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন, এবং সেই রাজ্যগুলি সেখানকার রাজাদের নাম অনুসারে বিখ্যাত হয়েছিল। অঙ্গ থেকে খলপান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং খলপানের পুত্র দিবিরথ।

শ্লোক ৭-১০

সুতো ধর্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭ ॥
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্ ।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্ ॥ ৮ ॥
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে ॥ ৯ ॥

প্রজামদাদ্ দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ ॥ ১০ ॥

সুতঃ—এক পুত্র; **ধর্মরথঃ**—ধর্মরথ; **যস্য**—যাঁর (দিবিরথের); **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **অপ্রজাঃ**—নিঃসন্তান; **রোমপাদঃ**—রোমপাদ; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **দশরথঃ**—দশরথ; **সখা**—বন্ধু; **শান্তাম্**—শান্তাকে; **স্ব-কন্যাম্**—দশরথের নিজের কন্যা; **প্রাযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **ঋষ্যশৃঙ্গঃ**—ঋষ্যশৃঙ্গ; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **যাম্**—তাঁকে (শান্তাকে); **দেবে**—বৃষ্টির দেবতা পর্জন্যদেব; **অবর্ষতি**—বারি বর্ষণ করেননি; **যম্**—যাঁকে (ঋষ্যশৃঙ্গকে); **রামাঃ**—বারবনিতাগণ; **আনিন্যুঃ**—আনয়ন করেছিলেন; **হরিণী-সুতম্**—হরিণীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে; **নাট্য-সঙ্গীত-বাদিত্রৈঃ**—নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা; **বিভ্রম**—মোহিত করে; **আলিঙ্গন**—আলিঙ্গনের দ্বারা; **অর্হণৈঃ**—পূজা করার দ্বারা; **সঃ**—তিনি (ঋষ্যশৃঙ্গ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ্ঞঃ**—মহারাজ দশরথ থেকে; **অনপত্যস্য**—নিঃসন্তান; **নিরূপ্য**—স্থাপন করে; **ইষ্টিম্**—যজ্ঞ; **মরুত্বতে**—মরুত্বান্ নামক দেবতার; **প্রজাম্**—সন্তান; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **দশরথঃ**—দশরথ; **যেন**—যার দ্বারা (যজ্ঞের ফলস্বরূপ); **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপ্রজাঃ**—যদিও তাঁর কোন সন্তান ছিল না; **প্রজাঃ**—পুত্র; **চতুরঙ্গঃ**—চতুরঙ্গ; **রোমপাদাৎ**—রোমপাদ থেকে; **পৃথুলাক্ষঃ**—পৃথুলাক্ষ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতঃ**—চতুরঙ্গের পুত্র।

অনুবাদ

দিবিরথের থেকে ধর্মরথ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং তাঁর পুত্র চিত্ররথ, যিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাই তাঁর সখা মহারাজ দশরথ তাঁকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেন। রোমপাদ তাঁকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। দেবতারা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গনাগণ নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, আলিঙ্গন এবং পূজার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে বন থেকে নিয়ে আসেন, এবং তখন তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ আসার পর বৃষ্টি হয়। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃসন্তান মহারাজ দশরথের পুত্র উৎপাদনের জন্য এক যজ্ঞ করেন, এবং তার ফলে অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্র হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায় রোমপাদ থেকে চতুরঙ্গের জন্ম হয়, এবং চতুরঙ্গ থেকে পৃথুলাক্ষের জন্ম হয়।

শ্লোক ১১

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎসুতাঃ ।
আদ্যাদ্ বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

বৃহদ্রথঃ—বৃহদ্রথ; **বৃহৎকর্মা**—বৃহৎকর্মা; **বৃহদ্ভানুঃ**—বৃহদ্ভানু; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—পৃথুলাক্ষের পুত্রগণ; **আদ্যাৎ**—জ্যেষ্ঠ (বৃহদ্রথ) থেকে; **বৃহন্মনাঃ**—বৃহন্মনার জন্ম হয়েছিল; **তস্মাৎ**—তাঁর (বৃহন্মনা) থেকে; **জয়দ্রথঃ**—জয়দ্রথ নামক এক পুত্র; **উদাহৃতঃ**—তাঁর পুত্ররূপে বিখ্যাত।

অনুবাদ

পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা, বৃহদ্ভানু। জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ থেকে বৃহন্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ।

শ্লোক ১২

বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত ।
ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ ॥ ১২ ॥

বিজয়ঃ—বিজয়; **তস্য**—তাঁর (জয়দ্রথের); **সম্ভূত্যাম্**—তাঁর পত্নী সম্ভূতির গর্ভে; **ততঃ**—তারপর (বিজয় থেকে); **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তাঁর (ধৃতি) থেকে; **ধৃতব্রতঃ**—ধৃতব্রত নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (ধৃতব্রতের); **সৎকর্মা**—সৎকর্মা; **অধিরথঃ**—অধিরথ; **ততঃ**—তাঁর (সৎকর্মা) থেকে।

অনুবাদ

জয়দ্রথের পত্নী সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয় থেকে ধৃতি, ধৃতি থেকে ধৃতব্রত, ধৃতব্রত থেকে সৎকর্মা এবং সৎকর্মা থেকে অধিরথের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৩

যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জুষান্তর্গতং শিশুম্ ।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্ ॥ ১৩ ॥

যঃ অসৌ—যিনি (অধিরথ); **গঙ্গা-তটে**—গঙ্গার তীরে; **ক্রীড়ন্**—খেলা করার সময়; **মঞ্জুষা-অন্তর্গতম্**—একটি পেটিকার মধ্যে; **শিশুম্**—একটি শিশু প্রাপ্ত হয়েছিলেন;

কুন্ত্যা অপবিদ্ধম্—সেই শিশুটি ছিল কুন্তীর পরিত্যক্ত; **কানীনম্**—তাঁর বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে; **অনপত্যঃ**—এই অধিরথ নিঃসন্তান হওয়ার ফলে; **অকরোৎ**—শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্ররূপে।

অনুবাদ

গঙ্গার তীরে খেলা করার সময় অধিরথ একটি পেটিকার মধ্যে এক শিশু প্রাপ্ত হন। কুমারী অবস্থায় সেই শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে কুন্তী তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন বলে সেই শিশুটিকে তাঁর পুত্ররূপে পালন করেন। (পরবর্তীকালে এই পুত্রটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হন)

শ্লোক ১৪

বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতে ।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

বৃষসেনঃ—বৃষসেন; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য কর্ণস্য**—সেই কর্ণের; **জগতী পতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দ্রুহ্যোঃ চ**—যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর; **তনয়ঃ**—পুত্র; **বভ্রুঃ**—বভ্রু; **সেতুঃ**—সেতু; **তস্য**—তাঁর (বভ্রুর); **আত্মজঃ ততঃ**—তাঁর পুত্র।

অনুবাদ

হে রাজন্! কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষসেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু এবং বভ্রুর পুত্র সেতু।

শ্লোক ১৫

আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্মস্ততো ধৃতঃ ।
ধৃতস্য দুর্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥

আরব্ধঃ—আরব্ধ (সেতুর পুত্র ছিলেন); **তস্য**—তাঁর (আরব্ধের); **গান্ধারঃ**—গান্ধার নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (গান্ধারের); **ধর্মঃ**—ধর্ম নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (ধর্মের)থেকে; **ধৃতঃ**—ধৃত নামক এক পুত্র; **ধৃতস্য**—ধৃতের; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (দুর্মদ) থেকে; **প্রচেতাঃ**—প্রচেতা নামক এক পুত্র; **প্রাচেতসঃ**—প্রচেতার; **শতম্**—একশত পুত্র ছিল।

অনুবাদ

সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার এবং গান্ধারের পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মদ এবং দুর্মদের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশত পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৬

ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
তুর্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্ ॥ ১৬ ॥

ম্লেচ্ছ—ম্লেচ্ছদেশের (যেখানে বৈদিক সভ্যতা অনুপস্থিত); **অধিপতয়ঃ**—রাজাগণ; **অভূবন্**—হয়েছিলেন; **উদীচীম্**—ভারতের উত্তর দিকে; **দিশম্**—দিক; **আশ্রিতাঃ**—রাজ্যরূপে গ্রহণ করে; **তুর্বসোঃ চ**—মহারাজ যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুর; **সুতঃ**—পুত্র; **বহ্নিঃ**—বহ্নি; **বহ্নেঃ**—বহ্নির; **ভর্গঃ**—ভর্গ নামক পুত্র; **অথ**—তারপর, তার পুত্র; **ভানুমান্**—ভানুমান্।

অনুবাদ

প্রচেতার পুত্রগণ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বৈদিক সভ্যতাবিহীন ম্লেচ্ছদেশ অধিকার করেছিলেন এবং সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু, তাঁর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৭

ত্রিভানুস্তৎসুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ।
মরুত্তস্তৎসুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ ॥ ১৭ ॥

ত্রিভানুঃ—ত্রিভানু; **তৎ-সুতঃ**—ভানুমানের পুত্র; **অস্য**—তাঁর (ত্রিভানুর); **অপি**—ও; **করন্ধমঃ**—করন্ধম; **উদারধীঃ**—যিনি ছিলেন অত্যন্ত উদারচিত্ত; **মরুতঃ**—মরুত; **তৎ-সুতঃ**—করন্ধমের পুত্র; **অপুত্রঃ**—অপুত্রক হওয়ায়; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্ররূপে; **পৌরবম্**—পূরু বংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে; **অন্বভূৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু এবং তাঁর পুত্র উদারচিত্ত করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত। মরুত অপুত্রক হওয়ায় পূরুবংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮-১৯

দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্ববংশং রাজ্যকামুকঃ ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ ॥ ১৮ ॥
বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্ ।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

দুষ্মন্তঃ—মহারাজ দুষ্মন্ত; **সঃ**—তিনি; **পুনঃ ভেজে**—পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন; **স্ব-বংশম্**—তাঁর বংশ (পূরুবংশ); **রাজ্য-কামুকঃ**—রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ার ফলে; **যযাতেঃ**—মহারাজ যযাতির; **জ্যেষ্ঠ-পুত্রস্য**—জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর; **যদোঃ বংশম্**—যদুবংশ; **নর-ঋষভ**—হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **মহা-পুণ্যম্**—পরম পবিত্র; **সর্ব-পাপ-হরম্**—সর্বপাপ নাশক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **যদোবংশম্**—যদুবংশের বর্ণনা; **নরঃ**—যে কোন ব্যক্তি; **শ্রুত্বা**—কেবল শ্রবণ করার দ্বারা; **সর্ব-পাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

মহারাজ দুষ্মন্ত রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ায়, মরুতকে তাঁর পিতারূপে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত বংশে (পূরুবংশে) ফিরে গিয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এখন আমি মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করব। এই বর্ণনা পরম পবিত্র এবং মানুষের সর্ব-পাপনাশক। কেবল এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২০-২১

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ ।
যদোঃ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টা নলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥ ২০ ॥
চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ ।
মহাহয়ো রেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥ ২১ ॥

যত্র—যেখানে, যেই বংশে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পরমাত্মা**—যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **নর-আকৃতিঃ**—মানুষের মতো রূপ সমন্বিত; **যদোঃ**—যদুর; **সহস্রজিৎ**—সহস্রজিৎ; **ক্রোষ্টা**—ক্রোষ্টা;

নলঃ—নল; **রিপুঃ**—রিপু; **ইতি শ্রুতাঃ**—এইভাবে বিখ্যাত; **চত্বারঃ**—চার; **সূনবঃ**—পুত্র; **তত্র**—সেখানে; **শতজিৎ**—শতজিৎ; **প্রথম-আত্মজঃ**—প্রথম পুত্রদের; **মহাহয়ঃ**—মহাহয়; **রেণুহয়ঃ**—রেণুহয়; **হৈহয়ঃ**—হৈহয়; **চ**—এবং; **ইতি**—এই প্রকার; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ (শতজিতের পুত্রগণ)।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকটপূর্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল এবং রিপু। এই চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের মহাহয়, রেণুহয় এবং হৈহয় নামক তিন পুত্র ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" অধিকাংশ অধ্যাত্মবাদীই কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানেন অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে জানেন, কারণ ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৩) ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" যোগী এবং জ্ঞানীরা পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষ অথবা অন্তর্যামীরূপে জানেন। কিন্তু এই প্রকার আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদিও সাধারণ মানুষের থেকে উর্ধ্বে, তবুও তাঁরা বুঝতে পারেন না পরমতত্ত্ব কিভাবে একজন পুরুষ হতে পারেন। তাই বলা হয়েছে যে, বহু সিদ্ধদের মধ্যে, অর্থাৎ যাঁরা ইতিমধ্যে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন, কদাচিৎ একজন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, যাঁর রূপ ঠিক একজন মানুষের মতো (*নরাকৃতি*)। ভগবান বিরাটরূপ প্রদর্শন করার

পর তাঁর এই নররূপ স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিরাটরূপ ভগবানের স্বয়ংরূপ নয়; ভগবানের স্বয়ংরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর (*যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপম্*)। ভগবানের রূপ তাঁর অচিন্ত্য গুণের প্রমাণ। ভগবান যদিও তাঁর এক নিঃশ্বাসে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন, তবুও তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো রূপ সমন্বিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন মানুষ। সেটি হচ্ছে তাঁর আদি রূপ, কিন্তু যেহেতু তাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো, তাই যারা অজ্ঞ তারা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১১) ভগবানের *পরং ভাবম্* বা চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও তাঁকে দেখতে ঠিক একজন মানুষের মতো। মায়াবাদীরা বলে যে, ভগবান প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ, কিন্তু তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি মনুষ্য আদি বহু রূপ ধারণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত তিনি একজন মানুষের মতো, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)।

শ্লোক ২২

ধর্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ ।
সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ তুঃ—ধর্ম কিন্তু; **হৈহয়-সুতঃ**—হৈহয়ের পুত্র হয়েছিলেন; **নেত্রঃ**—নেত্র; **কুন্তেঃ**—কুন্তির; **পিতা**—পিতা; **ততঃ**—তাঁর (ধর্ম) থেকে; **সোহঞ্জিঃ**—সোহঞ্জি; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **কুন্তেঃ**—কুন্তির পুত্র; **মহিষ্মান্**—মহিষ্মান্; **ভদ্রসেনকঃ**—ভদ্রসেনক।

অনুবাদ

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ইনি কুন্তির পিতা। কুন্তি থেকে সোহঞ্জির জন্ম হয়। সোহঞ্জি থেকে মহিষ্মান্ এবং ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

দুর্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্যসূঃ ।
কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্মদঃ—দুর্মদ; **ভদ্রসেনস্য**—ভদ্রসেনের; **ধনকঃ**—ধনক; **কৃতবীর্য-সূঃ**—কৃতবীর্যের জনক; **কৃতাগ্নিঃ**—কৃতাগ্নি নামক; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **চ**—ও; **কৃতৌজাঃ**—কৃতৌজা; **ধনক-আত্মজাঃ**—ধনকের পুত্র।

অনুবাদ

ভদ্রসেনের পুত্র দুর্মদ এবং ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক। কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা, কৃতৌজা—এই তিনজনও ধনকের পুত্র।

শ্লোক ২৪

অর্জুনঃ কৃতবীর্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ ।
দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ ॥ ২৪ ॥

অর্জুনঃ—অর্জুন; **কৃতবীর্যস্য**—কৃতবীর্যের; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্তদ্বীপের (সারা পৃথিবীর); **ঈশ্বরঃ অভবৎ**—সম্রাট হয়েছিলেন; **দত্তাত্রেয়াৎ**—দত্তাত্রেয় থেকে; **হরেঃ অংশাৎ**—ভগবানের অবতার; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যোগ-মহাগুণঃ**—যোগসিদ্ধি।

অনুবাদ

কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। তিনি (কার্তবীর্যার্জুন) সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং ভগবানের অবতার দত্তাত্রেয় থেকে যোগশক্তি প্রাপ্ত হয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

ন নূনং কার্তবীর্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীর্যদয়াদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **কার্তবীর্যস্য**—সম্রাট কার্তবীর্যের; **গতিম্**—কার্যকলাপ; **যাস্যন্তি**—বুঝতে পারেন অথবা প্রাপ্ত হতে পারেন; **পার্থিবাঃ**—পৃথিবীর অধিবাসীরা;

যজ্ঞ—যজ্ঞ; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগৈঃ**—যোগশক্তি; **শ্রুত**—বিদ্যা; **বীর্য**—বল; **দয়া**—দয়া; **আদিভিঃ**—এই সমস্ত গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগশক্তি, বিদ্যা, বীর্য অথবা দয়ার দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সমকক্ষ হতে পারবেন না।

শ্লোক ২৬

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ ।
অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড়্বসু ॥ ২৬ ॥

পঞ্চাশীতি—পঁচাশি; **সহস্রাণি**—সহস্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অব্যাহত**—অব্যয়; **বলঃ**—যাঁর শক্তি; **সমাঃ**—বৎসর; **অনষ্ট**—অক্ষয়; **বিত্ত**—ধন-সম্পদ; **স্মরণঃ**—এবং স্মৃতিশক্তি; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **অক্ষয্য**—অক্ষয়; **ষট্-বসু**—ছয় প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর ধরে পূর্ণ শারীরিক বল এবং অব্যাহত স্মৃতিশক্তি নিয়ে জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্ষয় জড় ঐশ্বর্যসমূহ ভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে ।
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জিতঃ ॥ ২৭ ॥

তস্য—তাঁর (কার্তবীর্যার্জুনের); **পুত্র-সহস্রেষু**—এক হাজার পুত্রের মধ্যে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **এব**—কেবল; **উর্বরিতাঃ**—জীবিত ছিলেন; **মৃধে**—(পরশুরামের সঙ্গে) যুদ্ধে; **জয়ধ্বজঃ**—জয়ধ্বজ; **শূরসেনঃ**—শূরসেন; **বৃষভঃ**—বৃষভ; **মধুঃ**—মধু; **ঊর্জিতঃ**—এবং ঊর্জিত।

অনুবাদ

পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার পুত্রের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং ঊর্জিত।

শ্লোক ২৮

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ।
ক্ষত্রং যৎ তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্ ॥ ২৮ ॥

জয়ধ্বজাৎ—জয়ধ্বজের; **তালজঙ্ঘঃ**—তালজঙ্ঘ নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (তালজঙ্ঘের); **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়বংশ; **যৎ**—যা; **তালজঙ্ঘ-আখ্যম্**—তালজঙ্ঘ নামক; **ঔর্বতেজঃ**—ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান; **উপসংহৃতম্**—মহারাজ সগর কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামক পুত্রের একশত পুত্র ছিল। তালজঙ্ঘ নামক সেই বংশের সমস্ত ক্ষত্রিয়রা ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান মহারাজ সগর কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥ ২৯ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **জ্যেষ্ঠঃ**—জ্যেষ্ঠ পুত্র; **বীতিহোত্রঃ**—বীতিহোত্র নামক; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মধোঃ**—মধুর; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **তস্য**—তাঁর (বৃষ্ণির); **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **আসীৎ**—ছিল; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি; **জ্যেষ্ঠম্**—জ্যেষ্ঠ; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **কুলম্**—বংশ।

অনুবাদ

তালজঙ্ঘের পুত্রদের মধ্যে বীতিহোত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বীতিহোত্রের পুত্র মধুর বৃষ্ণি নামক এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। মধুর একশত পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণি থেকে যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশের উদ্ভব হয়।

শ্লোক ৩০-৩১

মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ ।
যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥ ৩০ ॥
স্বাহিতোঽতো বিষদ্গুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ ।
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভাগো মহানভূৎ ।
চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্যপরাজিতঃ ॥ ৩১ ॥

মাধবাঃ—মধু বংশ; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশ; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **যাদবাঃ**—যদুবংশ; **চ**—এবং; **ইতি**—এই প্রকার; **সংজ্ঞিতাঃ**—সেই ব্যক্তিদের নাম অনুসারে এইভাবে নামকরণ হয়েছিল; **যদু-পুত্রস্য**—যদুর পুত্রের; **চ**—ও; **ক্রোষ্টোঃ**—ক্রোষ্টার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **বৃজিনবান্**—তাঁর নাম ছিল বৃজিনবান্; **ততঃ**—তাঁর (বৃজিনবান্) থেকে; **স্বাহিতঃ**—স্বাহিত; **অতঃ**—তারপর; **বিষদ্গুঃ**—বিষদ্গু নামক এক পুত্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তাঁর; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শশবিন্দুঃ**—শশবিন্দু; **মহা-যোগী**—এক মহান যোগী; **মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **মহান্**—এক মহাপুরুষ; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **চতুর্দশ-মহারত্নঃ**—চোদ্দ প্রকার মহা ঐশ্বর্য; **চক্রবর্তী**—সম্রাট হয়েছিলেন; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদু, মধু এবং বৃষ্ণির প্রবর্তিত বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশ নামে পরিচিত। যদুর পুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনবান্ নামক এক পুত্র ছিল। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত। স্বাহিতের পুত্র বিষদ্গু, বিষদ্গুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মহাভাগ্যবান শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন এবং তিনি চতুর্দশ মহারত্নের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চতুর্দশ মহারত্নের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেগুলি হচ্ছে—(১) হস্তী, (২) অশ্ব, (৩) রথ, (৪) স্ত্রী, (৫) বাণ, (৬) নিধি, (৭) মাল্য, (৮) মূল্যবান বস্ত্র, (৯) বৃক্ষ, (১০) শক্তি, (১১) পাশ, (১২) মণি, (১৩) ছত্র এবং (১৪) বিমান। সম্রাট হতে হলে এই চতুর্দশ মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। শশবিন্দুর কাছে সেই সব কটিই ছিল।

শ্লোক ৩২

তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ ।
দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ ॥ ৩২ ॥

তস্য—শশবিন্দুর; **পত্নী**—পত্নী; **সহস্রাণাম্**—সহস্র; **দশানাম্**—দশ; **সু-মহাযশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **দশ**—দশ; **লক্ষ**—লক্ষ; **সহস্রাণি**—হাজার হাজার; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **তাসু**—তাঁদের; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাযশা শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল, এবং প্রতিটি পত্নীতে তিনি এক লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। অতএব তাঁর পুত্রদের সংখ্যা ছিল দশ সহস্র লক্ষ।

শ্লোক ৩৩

তেষাং তু ষট্‌প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ ।
ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্ ॥ ৩৩ ॥

তেষাম্—তাঁর পুত্রদের মধ্যে; **তু**—কিন্তু; **ষট্ প্রধানানাম্**—যাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন প্রধান; **পৃথুশ্রবসঃ**—পৃথুশ্রবার; **আত্মজঃ**—পুত্র; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **নাম**—নামক; **উশনা**—উশনা; **তস্য**—তাঁর; **হয়মেধ-শতস্য**—একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের; **যাট্**—তিনি ছিলেন অনুষ্ঠাতা।

অনুবাদ

সেই সমস্ত পুত্রদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি প্রমুখ ছয়জন ছিলেন প্রধান। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র উশনা। উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু ।
পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎসুতঃ—উশনার পুত্র; **রুচকঃ**—রুচক; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পাঁচ; **আসন্**—ছিল; **আত্মজাঃ**—পুত্র; **শৃণু**—(তাঁদের বৃত্তান্ত) শ্রবণ করুন; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **রুক্ম**—রুক্ম; **রুক্মেষু**—রুক্মেষু; **পৃথু**—পৃথু; **জ্যামঘ**—জ্যামঘ; **সংজ্ঞিতাঃ**—তাঁদের নাম।

অনুবাদ

উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পঞ্চ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। তাঁদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ ।
নাবিন্দচ্ছত্রুভবনাদ্ ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা ॥ ৩৫ ॥
কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ ।
স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

জ্যামঘঃ—রাজা জ্যামঘ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অপ্রজঃ অপি**—নিঃসন্তান হওয়া সত্ত্বেও; **অন্যাম্**—অন্য; **ভার্যাম্**—পত্নী; **শৈব্যা-পতিঃ**—যেহেতু তিনি ছিলেন শৈব্যার পতি; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **ন অবিন্দৎ**—গ্রহণ করেননি; **শত্রু-ভবনাৎ**—শত্রুগৃহ থেকে; **ভোজ্যাম্**—উপভোগের নিমিত্ত বেশ্যা; **কন্যাম্**—কন্যা; **অহারষীৎ**—আনয়ন করেছিলেন; **রথস্থাম্**—রথে উপবিষ্ট; **তাম্**—তাকে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **শৈব্যা**—জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অমর্ষিতা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **কা ইয়ম্**—এ কে; **কুহক**—প্রবঞ্চক; **মৎ-স্থানম্**—আমার স্থানে; **রথম্**—রথে; **আরোপিতা**—বসতে দেওয়া হয়েছে; **ইতি**—এইভাবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্নুষা**—পুত্রবধূ; **তব**—তোমার; **ইতি**—এইভাবে; **অভিহিতে**—বলা হলে; **স্ময়ন্তী**—ঈষৎ হেসে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, তবুও তাঁর পত্নী শৈব্যার ভয়ে তিনি অন্য কোন ভার্যা গ্রহণ করতে পারেননি। জ্যামঘ একসময় তাঁর শত্রুগৃহ থেকে উপভোগের জন্য একটি কন্যাকে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু শৈব্যা তাকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পতিকে বললেন, "হে বঞ্চক! রথে আমার উপবেশন স্থানে উপবিষ্ট এই কন্যাটি কে?" জ্যামঘ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হবে।" সেই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে শৈব্যা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্ ।
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অহম্—আমি; **বন্ধ্যা**—বন্ধ্যা; **অসপত্নী**—আমার কোন সপত্নীও নেই; **চ**—ও; **স্নুষা**—পুত্রবধূ, **মে**—আমার; **যুজ্যতে**—হতে পারে; **কথম্**—কিভাবে; **জনয়িষ্যসি**—তুমি জন্মদান করবে; **যম্**—যেই পুত্র; **রাজ্ঞি**—হে রাজ্ঞী; **তস্য**—তার জন্য; **ইয়ম্**—এই কন্যা; **উপযুজ্যতে**—উপযুক্ত হবে।

অনুবাদ

শৈব্যা বলেছিলেন, "আমি বন্ধ্যা এবং আমার কোন সপত্নীও নেই। অতএব এই কন্যা আমার পুত্রবধূ হবে কি করে? বল দেখি?" জ্যামঘ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে রাজ্ঞী! তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা সেই পুত্রের পুত্রবধূ হবে।"

শ্লোক ৩৮

অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ ।
শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্ ।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বমোদন্ত—গ্রহণ করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর পুত্র হবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেবগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **শৈব্যা**—জ্যামঘের পত্নী; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অধাৎ**—ধারণ করেছিলেন; **কালে**—

যথাসময়ে; **কুমারম্**—একটি পুত্র; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **শুভম্**—অতি মঙ্গলময়; **সঃ**—সেই পুত্র; **বিদর্ভঃ**—বিদর্ভ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **উপযেমে**—পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন; **স্নুষাম্**—যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল; **সতীম্**—অত্যন্ত পবিত্র কন্যা।

অনুবাদ

জ্যামঘ বহুকাল পূর্বে দেবতা এবং পিতৃদের আরাধনা করে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এখন তাঁদের কৃপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। শৈব্যা বন্ধ্যা হলেও দেবতাদের কৃপায় তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটির জন্মের পূর্বে যে কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেই সৎস্বভাবা কন্যাটিকে বিদর্ভ বিবাহ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।